চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২১ ফেব্রুয়ারি'২০২৩খ্রি.

চসিকের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করলেন মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) নিজস্ব অর্থায়নে ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সম্মুখে নির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করলেন চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, বাঙালি জাতীয় চেতনার ভিত্তিভূমি হলো আমাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। আমাদের নিজস্বতার, সংগ্রামের, গৌরবময় ইতিহাসের প্রতীক শহীদ মিনার। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের শেকড়ের পরিচয় তুলে ধরতে চসিকের নিজস্ব অর্থায়নে এই শহীদ মিনার নির্মাণ করা হলো। নাগরিকদের মনোজাগতিক বিকাশে প্রতিটি ওয়ার্ডে ব্যাপকভিত্তিক কাজ করব।

"প্রগতিশীল শক্তিকে মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা রক্ষা করতে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রয়াস। শত্রুরা থেমে নেই। নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তারা আমাদের আত্মপরিচয় থেকে ভুলিয়ে দিতে চায়। এ ষড়যন্ত্র ঠেকাতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের পাশাপাশি অভিবাবকদের ভূমিকা রাখতে হবে। আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে একুশের চেতনায়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে।"

উদ্বোধনকালে মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন চসিক কাউন্সিলর মো. ইলিয়াছ, হুরে আরা বেগম, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন কর্মকর্তা আবুল হাশেম, থানা আওয়ামীলীগ নেতা ফয়েজ আহমদ, আবু তাহের, রেজাউল করিম কাউসারসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

চান্দগাঁও এ শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মেয়র
ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিয়তাবাদের উন্মেষঃ মেয়র

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া বাঙালি জাতিয়তাবাদের চেতনা থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে আয়োজিত বইমেলায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কৃতি ব্যক্তিত্বদের স্মারক সম্মাননা পদক ও পুরস্কার সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা বুঝতে পারে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্র গড়তে হবে। এই চেতনা থেকে বাঙালি জাতিয়তাবাদের জন্ম হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতিয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

"আমি লজ্জিত যে ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও আমরা সর্বত্র বাংলা ভাষার বাস্তবায়ন করতে পারিনি। কেবল আইন করে বা জেল জরিমানা করে বাংলা ভাষার সর্বত্র বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বরং মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ আর স্বাধীনতার চেতনাবোধ জাগ্রত হলেই কেবল সর্বত্র বাংলা ভাষা বাস্তবায়িত হবে।"

এবছর যে ১৭ জন কৃতি ব্যক্তি একুশে স্মারক সম্মাননা পদক পান তারা হলেন শিল্প উন্নয়ন ও সমাজসেবায় এ.কে.খান (মরণোত্তর), সাংস্কৃতিতে বুলবুল চৌধুরী (মরণোত্তর), মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মৌলভী সৈয়দ আহমদ (মরণোত্তর), ভাষা আন্দোলনে মোহাম্মদ এজাহারুল হক (মরণোত্তর), শিক্ষায় শাফায়েত আহমদ সিদ্দিকী (মরণোত্তর), সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ ও মানোন্নয়নে এম.এ. মালেক, চিকিৎসায় ডাঃ পি বি রায় এবং ডা: শমীরুল ইসলাম বাবু (মরণোত্তর), সাংবাদিকতায় নূরুল আমিন, ক্রীড়ায় আশীষ ভদ্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও গবেষণায় আনোয়ার হোসেন পিন্টু। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য কবিতায় খালিদ আহসান (মরণোত্তর) এবং রিজোয়ান মাহমুদ, প্রবন্ধ ও গবেষণায় আনোয়ারা আলম, কথাসাহিত্যে আজাদ বুলবুল, শিশুসাহিত্যে উৎপলকান্তি বড়ুয়া এবং জসীম মেহবুব।

সম্মাননা পদক পেয়ে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এম. এ. মালেক, আনোয়ারা আলম, এ কে খানের সন্তান এ এম জিয়াউদ্দিন খান। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর বইমেলার আহ্বায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, হুরে আরা বিউটি, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮